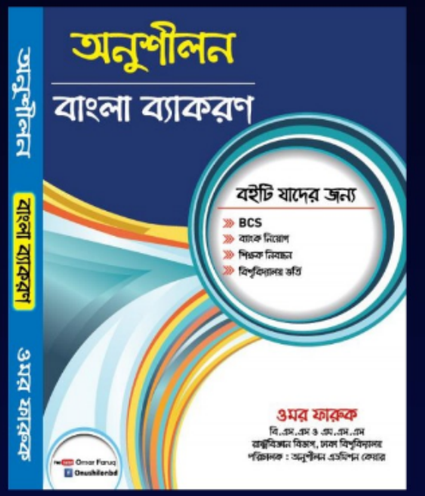

Bangla 2^{d} Paper

সমাস (দ্বন্দ্ব-দ্বিগু ও কর্মধারয়)

মনঃ এর প্রকাশ

দুঃ এর প্রকাশ

সন্ধি = বিদ্যা + আলয়ঃ

সমাস – সিংহাসন – সিংহ
চিহ্ন
আসন

কথা

সাধু

চলিত

আঞ্চলিক

সমাস (সংক্ষেপণ)

সংক্ষেপ

পূর্বপদ — পরপদ

মা-বাবা = মা ও বাবা

সমস্ত পদ — ব্যাসবাক্য

পদগুচ্ছ

বাক্য

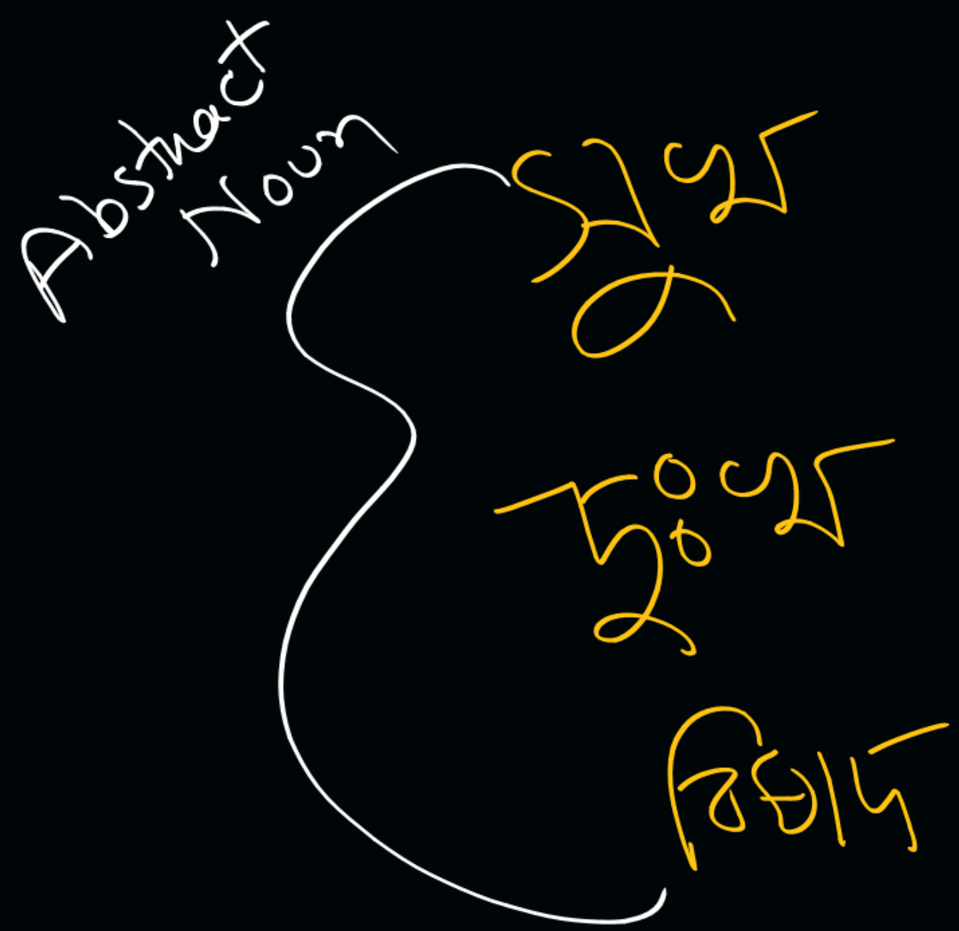

Abstract Noun

সুখ

দুঃখ

বিষাদ

লোক

মানুষ

MPBIAN

সমাস

❑ **সংজ্ঞা :** সমাস শব্দটির অর্থ সংক্ষেপণ, একাধিক পদকে একপদীকরণ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থসঙ্গতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদের একপদ হওয়াকে 'সমাস' বলে।

❑ **প্রাথমিক পরিচয়-**

১. সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে সমস্ত পদ বলা হয়।
২. সমস্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরের অংশকে **উত্তরপদ** বা পরপদ বলা হয়।
৩. সমস্ত পদকে বিশ্লেষণ করলে যে বড় বাক্য পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য, বিগ্রহ বাক্য বা সমাস বাক্য বলা হয়।
৪. যে সকল পদের মধ্যে সমাস হয় তাদের একসাথে **সমস্যমান পদ** বলা হয়।

ব্যাখ্যা-

সিংহ ও আসন = সমস্যমান পদ
সিংহ = পূর্বপদ
সিংহাসন = সমস্তপদ

সিংহ চিহ্নিত আসন = ব্যাসবাক্য
আসন = পরপদ বা উত্তরপদ

MPBIAN

❑ সমাসের প্রতীতি/ জ্ঞান/ উপাদান পাঁচটি। যথা-

ক. পূর্বপদ
খ. পরপদ/ উত্তরপদ/ শেষপদ
গ. সমস্তপদ/ সমাসবদ্ধ শব্দ/ সমাসনিষ্পন্ন পদ
ঘ. ব্যাসবাক্য/ বিগ্রহবাক্য/ সমাস বাক্য
ঙ. সমস্যমান পদ

MPBIAN

অর্থানুসারে সমাস চেনার উপায়

- **উভয় পদের** (পূর্বপদ-পরপদ) অর্থ প্রধান : দ্বন্দ্ব সমাস (বাবা-মা, চা-বিস্কুট, তাল-তমাল)
  সমাসবদ্ধ কোনো পদের **অর্থই প্রধান না** : বহুব্রীহি সমাস (গায়ে হলুদ, লাঠালাঠি, বেওয়ারিশ)
  পূর্বপদের অর্থ প্রধান : অব্যয়ীভাব সমাস (হাভাত, অনুশীলন, যথারীতি, অনুদান, প্রতিপক্ষ) — উপসর্গ
  পরপদের অর্থ প্রধান : দ্বিগু সমাস, কর্মধারয় সমাস ও তৎপুরুষ সমাস

↓
সমাসবদ্ধ শব্দ

চৌরাস্তা নীলাকাশ
গাছপাথর

উদাহরণ:

শীতাতপ

শীত ও আতপ

প্রচলিত ভাষায়:

দুর্বল

রোগা চেঙ্গু:-

বহুব্রীহি

গায়ে হলুদ = গায়ে হলুদ ... — অনুষ্ঠানে

চুলাচুলি = চুলে চুলে যে লড়াই

আশীবিষ = আশীতে বিষ যার

অব্যয়ীভাব

হররোজ = রোজ রোজ

উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে

আমৃত্যু = মৃত্যু পর্যন্ত

MPBIAN

Preposition

বিভক্তিযুক্ত নাম শব্দকে অলুক বলে

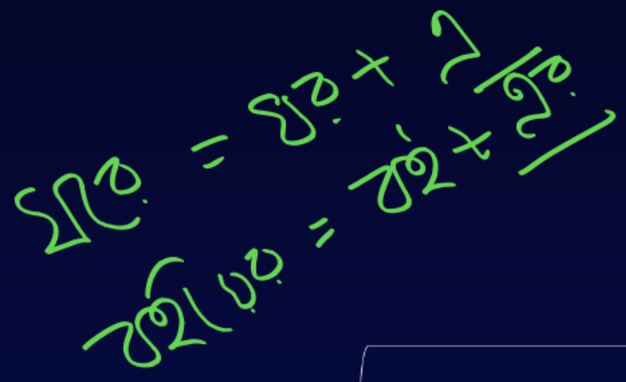

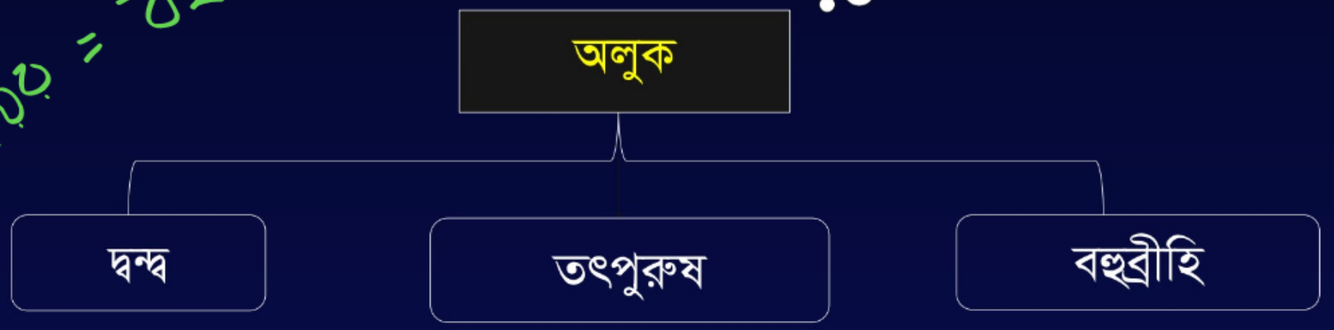

MPBIAN

অলুক দ্বন্দ্ব, অলুক তৎপুরুষ, অলুক বহুব্রীহি নির্ণয় করার উপায়

বিভক্তি যোগ হয়ে যদি **উভয়পদের অর্থের **প্রাধান্য** থাকে, তবে তা **অলুক দ্বন্দ্ব** সমাস। যেমন- সুখে দুঃখে, দুধে ভাতে, পথে প্রান্তরে।

বিভক্তি যোগ হয়ে যদি **পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তা **অলুক তৎপুরুষ** সমাস। যেমন- ঘিয়ে ভাজা, মামার বাড়ি, খনার বচন।

বিভক্তি যোগ হয়ে যদি **তৃতীয় কোনো পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তা **অলুক বহুব্রীহি** সমাস। যেমন- গলায় গামছা, হাতে বেড়ি (আসামী), কানে কলম (মিস্ত্রী), কানে খাটো (বধির)।

ঘরে বাইরে

চোখে মুখে

হাতে কলমে

ছেলে মেয়ে

→ অলুক্ ন

MPBIAN

‘না’ বোধক অর্থ হলে
‘নঞ’ হয়

নঞ

তৎপুরুষ | বহুব্রীহি

- **নঞ তৎপুরুষ :** ব্যাসবাক্যের পূর্বে না বাচক শব্দ (ন/ না/ নয়/ নেই) বসে যদি পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তবে তা নঞ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- অচেনা (নয় চেনা), অদক্ষ (নয় দক্ষ), অসত্য (নয় সত্য), অনেক (নয় এক), অনিষ্ট (নয় ইষ্ট), অনুচিত (নয় উচিত), অপর্যাপ্ত (নয় পর্যাপ্ত), অজানা (নয় জানা), নাতিদীর্ঘ (নয় অতি দীর্ঘ), অনশন (নয় অশন) ইত্যাদি।

তবে না বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে যদি তৃতীয় কোনো পদ (ব্যক্তি/বস্তু) প্রাধান্য পায়, তবে তা নঞ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- নির্দয় (দয়া নেই যার), বেওয়ারিশ (ওয়ারিশ নেই যার), বেহায়া (হায়া নেই যার)। বেয়াদব (আদব নেই যার), বিশ্রী (শ্রী নেই যার), **অনুসূয়া** (নেই অসূয়া যার), **আনাড়ি** (নাড়ি জ্ঞান নেই যার) ইত্যাদি।

MPBIAN

Trap

সমাস

ব্যাসবাক্য যা থাকতে পারে

ক. দ্বন্দ্ব : ও, আর, এবং

খ. দ্বিগু : সমাহার

গ. তৎপুরুষ : বিভক্তি, ব্যাপিয়া

ঘ. বহুব্রীহি : যার, সহিত, দ্বিরুক্তি, অনুষ্ঠান

ঙ. অব্যয়ীভাব: উপসর্গ

চ. কর্মধারয় : যে, যা-তা, ন্যায়, রূপ

ব্যাসবাক্য দিয়ে সমাস নির্ণয় না করে **সমস্তপদ দেখে** সমাস নির্ণয় করতে হবে। তবেই সমাস ভালো করে আয়ত্তে আসবে। পরীক্ষায় সাধারণত ব্যাসবাক্য দেওয়া থাকবে না।

MPBIAN

দ্বন্দ্ব সমাস

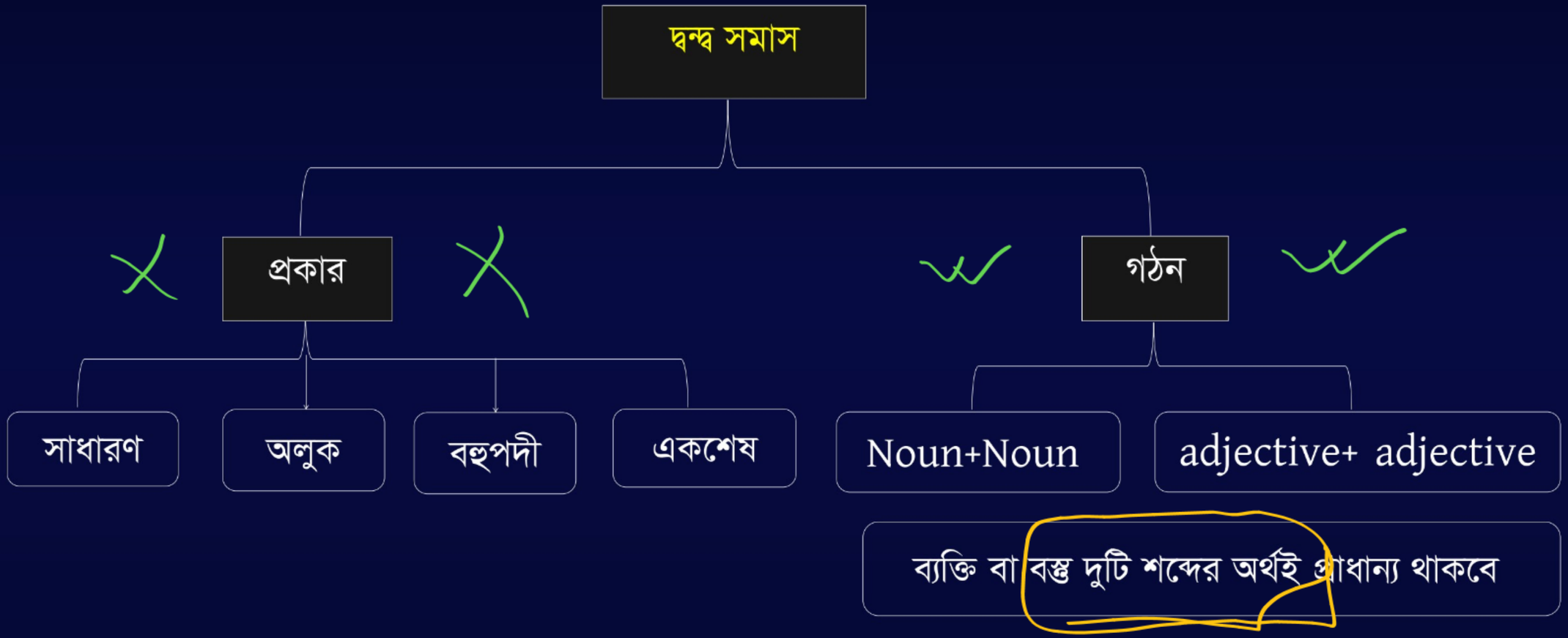

MPBIAN

- সাধারণ অর্থে **দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ** নিচে আলোচনা করা হল। যথা-

ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব : সমার্থক শব্দ নিয়েই সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন- বাড়ি ঘর, ঘর দুয়ার, হাট বাজার ইত্যাদি।

খ. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব : মিলন অর্থে শব্দগুলো মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস হয়। এক্ষেত্রে একে অন্যের পরিপূরক হবে। যেমন- মা বাবা, মাসি পিসি, গান বাজনা, চা বিস্কুট, ভাই বোন। {দ্বন্দ্ব সমাসে **হাইফেন** (-) হতে পারে, তবে তা **জরুরি নয়**}

গ. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব : বিপরীত শব্দগুলো **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব** সমাস হয়। যেমন- দেনা পাওনা, জমা খরচ, আয় ব্যয়, লেনদেন, সুখ দুঃখ ইত্যাদি।

ঘ. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব : এক্ষেত্রে শব্দগুলো **পরস্পর শত্রুতা** বোঝাবে। যেমন- অহি নকুল, দা কুমড়া, হীরা কাচ ইত্যাদি।

ঙ. প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের উত্তরপদ যদি পূর্বপদের সহচর হিসেবে কাজ করে তবে তাকে প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- চা-টা, কলম-টলম, ভাত-টাত ইত্যাদি।

- **অলুক দ্বন্দ্ব :** বিভক্তিযুক্ত নাম শব্দকে অলুক বলে। সুতরাং যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদে বিভক্তি থাকে, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- হাতে পায়ে, রাজায় রাজায়, চোখে মুখে, বনে জঙ্গলে ইত্যাদি।
- **বহুপদী দ্বন্দ্ব :** দুইয়ের অধিক সমাসবদ্ধ শব্দ মিলে যে দ্বন্দ্ব সমাস গঠিত হয়, তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- সাহেব বিবি গোলাম, তেল নুন লকড়ি, নাক কান গলা ইত্যাদি।

MPBIAN

❑ **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদে সমস্যমান পদগুলোর অস্তিত্ব থাকে না, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে।
{অর্থাৎ সমস্তপদে এক শব্দে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যের সাথে সমস্তপদের শাব্দিক মিল থাকে না।}
যেমন- দম্পতি = জায়া ও পতি, আমরা = আমি, তুমি ও সে, শরবত = চিনি, পানি ও লেবু ইত্যাদি।

দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
অহোরাত্র	অহঃ ও রাত্রি	দ্বন্দ্ব
কুশীলব	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
সৈন্য-সামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	দ্বন্দ্ব
ওষ্ঠাধর	ওষ্ঠ ও অধর	দ্বন্দ্ব
হতাহত	হত ও আহত	দ্বন্দ্ব
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
চর্ব্যচূষ্য	চর্ব্য ও চূষ্য	দ্বন্দ্ব
শীতাতপ	শীত ও আতপ	দ্বন্দ্ব

MPBIAN

দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাস

সংখ্যা +Noun = সমাহার

সংখ্যা +Noun

ব্যাসবাক্যে সমষ্টি/
সমাহার শব্দটি হবে

দ্বিগু সমাসে **মিল** বা **সমষ্টি** বুঝাবে। যদি সংখ্যাবাচক শব্দে মিল বা সমষ্টি না বুঝিয়ে **অন্য পদকে** প্রাধান্য দেয়, তবে তা **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** সমাস হবে।

MPBIAN

- দ্বিগু সমাসবদ্ধ সমস্ত পদটি **বিশেষ্য** হবে। যেমন- অষ্টধাতু (অষ্ট ধাতুর সমাহার), শতাব্দী (শত অব্দের সমাহর), ষড়ঋতু (ছয় ঋতুর সমাহার), নবরত্ন (নয় রত্নের সমাহার), ত্রিপিটক (তিন পিটকের সমাহার), ত্রিফলা (তিন ফলের সমাহার) ইত্যাদি। **তবে-**

ক. সংখ্যাবাচক শব্দে মিলন না বুঝিয়ে যদি উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তা দ্বন্দ্ব সমাস হবে। যেমন- সাত-সতের, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।

খ. সংখ্যাবাচক শব্দে মিলন না বুঝিয়ে যদি তৃতীয় কোনো পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তা **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** সমাস হবে। যেমন- দশানন (রাবণ), পঞ্চানন (শিব), সেতার (বাদ্যযন্ত্র), শতায়ু (ব্যক্তি) চৌচালা (ঘর), দোতালা (প্রাসাদ), চারহাতি (লাঠি), আটহাতি (ধুতি), দশরথ (রামচন্দ্রের পিতা), চৌকাঠ (দরজার সাথে সংযুক্ত) ইত্যাদি।

MPBIAN

অনেকেই বলতে পারেন, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা ইত্যাদি তো বিভিন্ন জেলাকে বোঝায়। তাহলে এটি **বহুব্রীহি সমাস হবে না কেন?**

ক. নামবাচক বিশেষ্য সমাসের আলোচ্য বিষয় নয়। সমাসে অর্থই মুখ্য।

খ. এই শব্দগুলো যখন প্রণীত হয়েছিল বা শব্দের মূল অর্থ জেলাকে নির্দেশ করে না। বরং শব্দের আভিধানিক অর্থ **সমষ্টিই নির্দেশ** করে। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন স্থানের নাম হয়েছে। যেমন- মতিঝিলে ঝিল নেই, হাতিরপুলে হাতি নেই। এজন্য শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ বিবেচনায় দ্বিগু সমাসই হবে। তবে তা সমস্তপদ দেখে নির্ণয় করতে হবে।

MPBIAN

তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
নবরত্ন	নয় রত্নের সমাহার	দ্বিগু
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু

কর্মধারয় সমাস

MPBIAN

কর্মধারয় সমাস

- সাধারণ
- মধ্য পদলোপী
- উপমান
- উপমিত
- রূপক

সাধারণ

*adj+ noun = যে
*noun+ noun = যিনি তিনি
*adj+ adj = যা তা
**ব্যাক্তি বা বস্তু একটি হবে

মধ্য পদলোপী

ব্যাসবাক্যের মাঝের অর্থবোধক পদের বিলুপ্তি

উপমান

noun + adj = ন্যায়

উপমিত

noun+ noun = ন্যায়

রূপক

abstract noun+ noun = দূরবর্তী তুলনা/ রূপ

MPBIAN

❑ **কর্মধারয় সমাস :** কর্মধারয় সমসাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। কর্মধারয় সমাস নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. সাধারণ কর্মধারয় : বিশেষণ ও বিশেষণভাবাপন্ন সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে সাধারণ কর্মধারয় সমাস গঠিত হয়। কয়েকটি উপায়ে এটি গঠিত হয়। যথা-

ক. বিশেষণ + বিশেষ্য (adjective+ noun) = ব্যাসবাক্যে **যে** শব্দটি হয়। যেমন- নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), বীরপুরুষ (বীর যে পুরুষ), নীলপদ্ম (নীল যে পদ্ম), কাপুরুষ (কুৎসিত যে পুরুষ), পাণ্ডুলিপি (পাণ্ডু/ খসড়া যে লিপি) ইত্যাদি।

**অনেক সময় বিশেষ্য+ বিশেষণ যোগেও সাধারণ কর্মধারয় হয়। তবে সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যের প্রথম অংশে বিশেষণ থাকে এবং কোনো তুলনা বুঝাবে না। যেমন- নরাধম (অধম যে নর), হলুদবাটা (বাটা যে হলুদ), পুরুষোত্তম (উত্তম যে পুরুষ), আলুসিদ্ধ (সিদ্ধ যে আলু), লঙ্কাবাটা (বাটা যে লঙ্কা), শিশুবীর (বীর যে শিশু), চালভাজা (ভাজা যে চাল) ইত্যাদি।

খ. বিশেষ্য+ বিশেষ্য (noun+ noun) = ব্যক্তি বা বস্তু **একটি** হবে (সমার্থক শব্দ নয়)। যেমন- দাদা ঠাকুর (যিনি দাদা তিনি ঠাকুর), জজ সাহেব (যিনি জজ তিনি সাহেব) ইত্যাদি।

গ. বিশেষণ+ বিশেষণ (adjective+ adjective) = ব্যক্তি বা বস্তু **একটি** হবে। যেমন- চালাক চতুর (যিনি চালাক তিনি চতুর), পাকামিঠা (যা পাকা তা মিঠা), কাঁচামিঠা (কাঁচা অথচ মিঠা), রাজর্ষি (রাজা হয়েও ঋষি যিনি) ইত্যাদি।

বিপরীতধর্মী বিশেষণের ক্ষেত্রে **অথচ হয়। অর্থাৎ, কাঁচা ফল সাধারণত মিঠে হয় না। তাই বলা হচ্ছে 'কাঁচা অথচ মিঠা'। কিন্তু যদি বলা হয় পাকা মিঠা, তবে ব্যাসবাক্য 'যা পাকা তা মিঠা' হবে।

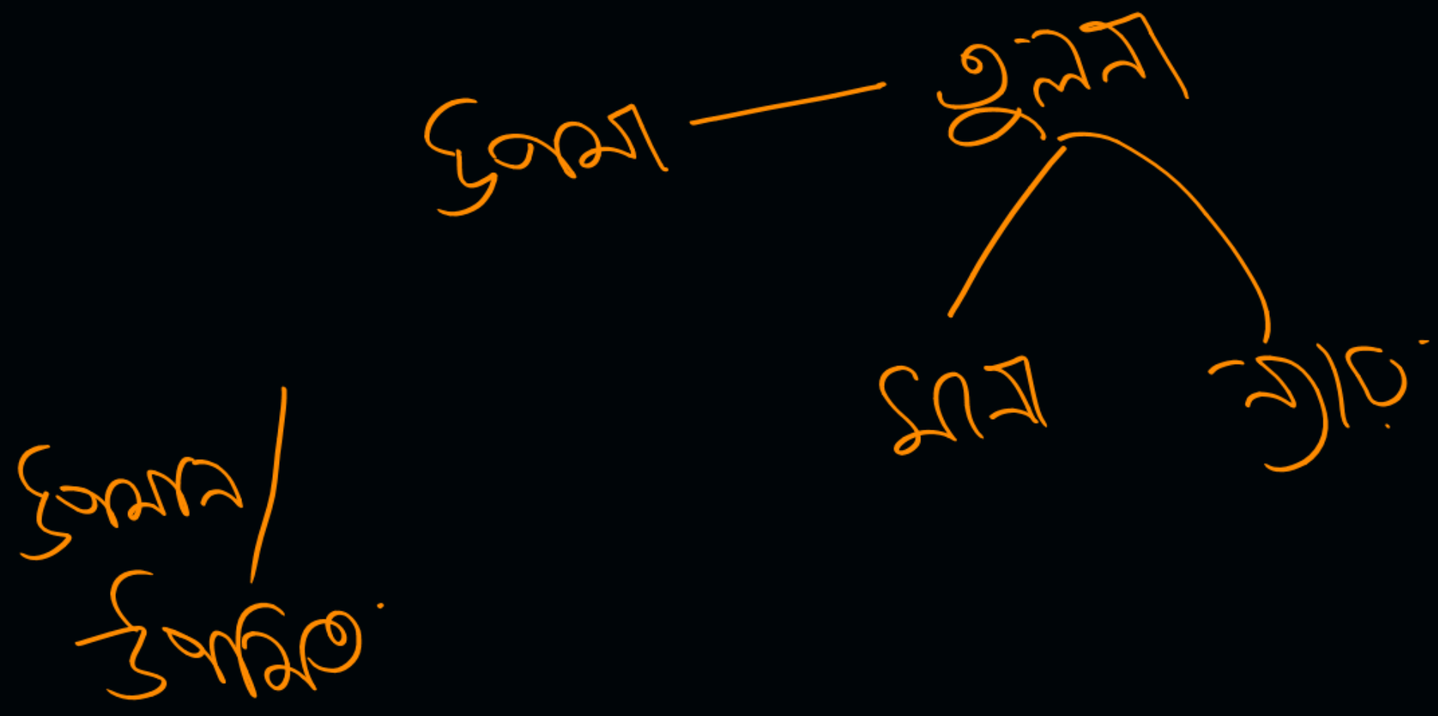

উপমা — তুলনা

মান সাধা:

উপমান/
উপমিত

MPBIAN

শব্দ যুগল

২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : ব্যাসবাক্যের মাঝের অর্থবোধক শব্দটি বিলুপ্ত হলে তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হয়। এক্ষেত্রে অর্থানুসারে পদের বিলুপ্ত হবে। যথা-

**নামক : ঢাকা শহর (ঢাকা নামক শহর), জবা ফুল (জবা নামক ফুল) ইত্যাদি।

**বিষয়ক/ সংক্রান্ত : বাংলা ব্যাকরণ (বাংলা বিষয়ক ব্যাকরণ), সাহিত্যসভা, অর্থমন্ত্রী, হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি।

**রক্ষার্থে : স্মৃতিসৌধ (স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ), সেক্টর কমান্ডার, জীবনবিমা, ধর্মঘট, গণতন্ত্র ইত্যাদি।

**মিশ্রিত : দুধ চা (দুধ মিশ্রিত চা), মমতারস, পলান্ন, ঝালমুড়ি ইত্যাদি।

**আশ্রিত : ঘরজামাই (ঘরে আশ্রিত জামাই), মৌমাছি, চালকুমড়া ইত্যাদি।

**চিহ্নিত/ খচিত : সিংহাসন (সিংহ চিহ্নিত আসন), নক্ষত্র আকাশ (নক্ষত্র খচিত আকাশ) ইত্যাদি।

**নির্মিত/ শোভিত : মোমবাতি (মোম নির্মিত বাতি), স্বর্ণালংকার, কাষ্ঠফলক, জ্যোৎস্নারাত (জ্যোৎস্না শোভিত রাত)।

**প্রজ্জ্বলিত : সন্ধ্যাপ্রদীপ (সন্ধ্যায় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ)

**চালিত : হাতপাখা (হস্ত চালিত পাখা)

**সূচক : বিজয় পতাকা (বিজয় সূচক পতাকা)

MPBIAN

৩. উপমান কর্মধারয় (noun+ adjective = ন্যায়/সদৃশ) : বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের তুলনা দিয়ে যে সমাস গঠিত হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নিমতিতা (নিমের ন্যায় তিতা), তুষারশুভ্র (তুষারের ন্যায় শুভ্র), কচুকাটা (কচুর ন্যায় কাটা), শশব্যস্ত (শশের ন্যায় ব্যস্ত), মিশকালো (মিশির ন্যায় কালো) ইত্যাদি।

৪. উপমিত কর্মধারয় (noun+ noun = ন্যায়/সদৃশ) : বিশেষ্যের সাথে বিশেষ্যের তুলনা দিয়ে যে সমাস গঠিত হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- ফুলকুমারী (ফুলের ন্যায় কুমারী), চাঁদমুখ (চাঁদের ন্যায় মুখ), বাহুলতা (লতার ন্যায় বাহু), অধরপল্লব (অধর পল্লবের ন্যায়), সোনামুখ (মুখ সোনার ন্যায়), ফুলকপি (কপি ফুলের ন্যায়) করপল্লব (কর পল্লবের ন্যায়) ইত্যাদি।

চাঁদমুখ

চাঁদের ন্যায় মুখ

মুখ চাঁদের ন্যায়

ফুলকুমারী

প্রত্যক্ষ (উপমেয়) — যাকে তুলনা

অপ্রত্যক্ষ (উপমান) — যার সাথে তুলনা

চাঁদ মুখের ন্যায় ×

চাঁদ মুখ

প্রচলিত ব্যাকরণ

Noun + Noun — দ্বন্দ্ব

কর্মধারয়:

উপমিত:

রূপক

	হরিণ চোখ	মা - বাবা
	হরিণ ও চোখ	মা ও বাবা
কর্মধারয়:	যা হরিণ তা চোখ	যিনি মা তিনিই বাবা
উপমিত:	✓ হরিণের ন্যায় চোখ	মায়ের ন্যায় বাবা
রূপক	হরিণ রূপ চোখ	মা রূপ বাবা

[illegible]
= বড় [illegible]

MPBIAN

৫. রূপক কর্মধারয় (abstract noun+ noun = রূপ) : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। অর্থাৎ সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যের সাথে বিশেষ্যের যে অতিরঞ্জিত কাল্পনিক তুলনা বোঝায়, তাকে রূপক কর্মধারয় বলে। যেমন- বিষাদ সিন্ধু; এখানে 'বিষাদ' অর্থ দুঃখ ও 'সিন্ধু' অর্থ সাগর। সুতরাং দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সাগর হওয়া কখনোই সম্ভব না। এই অতিরঞ্জিত তুলনাই রূপক কর্মধারয় সমাস। রূপক কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে 'রূপ' শব্দটি হয়।

যেমন-

জ্ঞানসূর্য = জ্ঞান রূপ সূর্য
প্রাণপাখি = প্রাণ রূপ পাখি
ক্ষুধানল = ক্ষুধা রূপ অনল
বিদ্যারত্ন = বিদ্যা রূপ রত্ন
কোপানল = কোপ রূপ অনল
ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অনল
মোহনিদ্রা = মোহ রূপ নিদ্রা
সুখসাগর = সুখ রূপ সাগর
জীবনতরী = জীবন রূপ তরী
কালস্রোত = কাল রূপ স্রোত
যৌবনসূর্য = যৌবন রূপ সূর্য
শোকানল = শোক রূপ অনল
স্নেহসুধা = স্নেহ রূপ সুধা

ব্যতিক্রমী রূপক কর্মধারয়-

দেহঘড়ি, দেহকাণ্ড, কায়াতরু, প্রাণস্বপ্ন, দেহপিঞ্জর

MPBIAN

V.V.G

নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বিদ্যাসাগর	বিদ্যা রূপ সাগর	রূপক কর্মধারয়
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	উপমান কর্মধারয়
মুজিববর্ষ	মুজিব স্মরণে বর্ষ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আকাশ নীল	আকাশের ন্যায় নীল	উপমান কর্মধারয়
প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয়

MPBIAN

মুখচন্দ্র	চন্দ্রের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয়
নরাধম	অধম যে নর	কর্মধারয়
কালস্রোত	কাল রূপ স্রোত	রূপক কর্মধারয়
রাজর্ষি	রাজা অথচ ঋষি	কর্মধারয়
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের উপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জয়পতাকা	জয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

MPBIAN

দেহলতা	দেহ লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
পানাপুকুর	পানা আচ্ছাদিত পুকুর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মনবিহঙ্গ	মন রূপ বিহঙ্গ	রূপক কর্মধারয়
দুধভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নিমতিতা	নিমের ন্যায় তিতা	উপমান কর্মধারয়
জীবনবীমা	জীবন রক্ষার্থে বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
একাদশ	এক অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারায়
অগ্নিবীণা	অগ্নি রূপ বীণা	রূপক কর্মধারয়
ঘনশ্যাম	ঘনের ন্যায় শ্যাম	উপমান কর্মধারয়
রক্তকমল	রক্ত কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়

MPBIAN

Thank You